بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
১ শ্রাবণ ১৪১৪
১৬ জুলাই ২০০৭

বাণী

দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ জুলাই থেকে পক্ষকালব্যাপী 'দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান-২০০৭' এর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ার কারণে দেশীয় মৎস্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এসব দেশীয় মাছ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ দেশের হাওর-বাঁওড়, নদ-নদী, উন্মুক্ত জলাশয় ইত্যাদিতে প্রাকৃতিকভাবে যে মাছ উৎপন্ন হয় তার স্বাদ এবং পুষ্টি অতুলনীয়। জাতীয় স্বার্থে আমাদের দেশীয় প্রজাতির মৎস্যের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অতি জরুরী। এজন্য মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষাসহ প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। আমি আশা করি পক্ষকালব্যাপী মৎস্য সংরক্ষণ অভিযানের ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

আমি 'দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান-২০০৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

উপদেষ্টা
কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জমি, জল এবং জনবল এ তিন শ্রেষ্ঠ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য মৎস্য সম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং পুষ্টির জন্য প্রাকৃতিক জলাভূমিতে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট নানাবিধ কারণে আমাদের দেশীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল অনেক কমে গিয়েছে। এতে তাদের বংশবিস্তার ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে বিপন্ন হতে চলেছে। স্বাদু পানির প্রায় ২৬০ প্রজাতি মাছের মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ আজ হুমকীর মুখে।

দেশীয় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের জন্য অতীতে যথাযথ মনোযোগ দেয়া হয়নি। অনতিবিলম্বে এ মূল্যবান মৎস্য প্রজাতিগুলোর বংশরক্ষা, আবাসস্থলের উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করা সমীচীন। তা হলে ভবিষ্যতে এসব প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে।

দেশীয় প্রজাতির মাছের বর্তমান সংকট উত্তরণের জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় **দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান ২০০৭** উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী গৃহীত কার্যক্রম অত্যন্ত সময়োপযোগী ও চাহিদামাফিক বলে আমি মনে করি। আগামী ১৬ থেকে ৩০ জুলাই ২০০৭ দেশব্যাপী এই অভিযানকে সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আপামর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমি আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি **দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান ২০০৭** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ড. সি এস করিম

দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল

মোঃ নজরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বৈচিত্র্যময় জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সুদূর অতীত থেকেই এদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে খাপ খেয়ে টিকে আছে বহু প্রজাতির মৎস্যকূল। আবহমানকাল থেকেই বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি এবং প্লাবনভূমিতে দেশীয় প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় হরেক রকমের দেশী মাছের প্রাচুর্য ছিল। এদেশের সংস্কৃতিতে দেশীয় প্রজাতির মাছ ঐতিহ্যগতভাবেই মিশে আছে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বিরূপ প্রকৃতি আর মানুষের অপরিণামদর্শিতায় এ সমৃদ্ধ মৎস্য ভাণ্ডার আজ আমরা হারাতে বসেছি। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য এত বেশি ছিল যে, এ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি। বিগত তিন দশক ধরে মৎস্য সেক্টর বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মাছ চাষ সম্প্রসারণে গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ, বিশেষ করে ছোট প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মৎস্যসম্পদ তথা জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এখন যুগের চাহিদা।

দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ অনন্য। এদেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি। মোহনা ও সমুদ্রে আছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ এবং ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। বিগত ২০০৫-০৬ সনে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ২৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন; এর মধ্যে ১৮.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান। এসময়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন ছিল ৬.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা মোট মৎস্য উৎপাদনের ২৭ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উৎপাদনের ৩৪ শতাংশ। বিগত দু'দশকের উৎপাদন অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে দেশীয় প্রজাতির মাছের অবদান ক্রমশই নিম্নমুখী। পাশাপাশি এর প্রজাতিবৈচিত্র্যও দিন দিন কমে যাচ্ছে। আইইউসিএন (IUCN)-এর সমীক্ষা মতে বাংলাদেশে ৫৪ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন: এর মধ্যে ১২ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছে। এগুলো হলো ভাঙ্গন, নান্দিনা, ঘোড়া মাছ, সরপুঁটি, মহাশোল, রিটা, ঘাউড়া, বাচা, পাঙ্গাস, আইর, চেনুয়া এবং তিলা শোল। আশার কথা যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন দেশীয় প্রজাতির মাছ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

দেশীয় প্রজাতির মাছের পুষ্টিগুণ

পুষ্টির উৎস হিসেবে দেশীয় প্রজাতির মাছ, বিশেষ করে ছোট প্রজাতির মাছের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। এতে আছে মানুষের দেহ গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। প্রতি ১০০ গ্রাম মাছে ১৪ থেকে ১৮ গ্রাম আমিষ থাকে, যা অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশি। মাছের চর্বি অন্যান্য খাদ্যের চর্বির ন্যায় রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে না। মাছের চর্বিতে বিদ্যমান ওমেগা-থ্রি নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড রক্তের অণুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে দেয় না এবং ফুসফুসের প্রদাহ হ্রাসে সহায়তা করে। মাছে উচ্চমানের আমিষ ছাড়াও মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড লাইসিন ও থিয়োনিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থাকে। মাছে পর্যাপ্ত ফসফরাস আছে যা নতুন কোষ সৃষ্টি ও দেহ বৃদ্ধিতে প্রয়োজন। মাছের কাঁটায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব বেশি, তাই ছোট মাছ কাঁটাসহ চিবিয়ে খেলে দাঁত ও হাড়ের গঠন ভাল হয়। সব মিলিয়ে দেহ গঠন এবং দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য মাছের পুষ্টি মূল্য অপরিসীম।

দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদ অবক্ষয়ের কারণ

দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন ও প্রজাতিবৈচিত্র্য কমে যাওয়ার প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো পলি জমে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, নদী ভাঙ্গনের কারণে গতিপথ পরিবর্তন, জলাভূমি বিশেষ করে হাওর-বাঁওড়-বিলের গভীরতা হ্রাস পাওয়া, প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ খাল ভরাট বা সংকুচিত হওয়া এবং খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে জলাশয় সংকোচন ইত্যাদি। পলি ভরাট ও জেগে ওঠা চর বন্ধ করে দিয়েছে অসংখ্য উপনদী ও খালের সাথে প্লাবনভূমির সংযোগ। বাংলাদেশ ভাটি অঞ্চলের দেশ। প্রতিবেশী দেশে বিভিন্ন নদী শাসন কার্যক্রম, যথা বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ, গাইড বাঁধ তৈরির মাধ্যমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রসহ অসংখ্য শাখা নদীর নাব্যতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে এদেশের প্রমত্তা নদীগুলো। ভরাট হয়ে উঠেছে আমাদের হাওর-বাঁওড়, ছড়া, কোল ও বিলগুলো। ফলে প্রজননের জন্য নদী থেকে প্লাবনভূমিতে যেতে পারছে না মাছ অথবা ফিরে আসতে পারছেনা প্লাবনভূমি থেকে নদীতে। নগর ও শিল্প বর্জ্য এবং পলিবাহিত ঘোলা পানি নষ্ট করে দিয়েছে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রকে।

মৎস্যসম্পদ হ্রাসের মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলোর মধ্যে নদী বা বিলের পাড়ে বোরো ও অন্যান্য শস্য আবাদ, বসত ভিটা তৈরির ফলে জলাশয়ের সংকোচন, সেচ কাজে অতিরিক্ত ও অপরিমিত পানি ব্যবহার, অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি, কৃষিক্ষেতে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহার, অপরিশোধিত বর্জ্য দ্বারা জলাশয় দূষণ ইত্যাদি প্রধান। এসব কারণ নষ্ট করে দিয়েছে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রকে। জলাভূমি অবক্ষয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অবাধে নিধন করছে মৎস্যসম্পদ। অবৈধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার, জলাশয় সেচে মাছ ধরা, প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মৎস্য আহরণে সম্পৃক্ত হয়ে পড়া এবং প্রচলিত ইজারা প্রথার সর্বোচ্চ লাভের আশায় ইজারাদার কর্তৃক জলাশয়ের সব মাছ ধরে ফেলা ইত্যাদি কারণে আজ আমাদের দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদ ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে। এছাড়া দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদের এই ক্রমশ নিম্নমুখী উৎপাদন প্রবণতা এবং প্রজাতিবৈচিত্র্য হ্রাসের আরেকটি কারণ হলো আমাদের বর্তমান মৎস্য চাষ পদ্ধতি। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বড় আকৃতির প্রজাতি যেমন রুই, কাতল, মৃগেল, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে পুকুর-দিঘি থেকে দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য ছোট মাছকে অপসারণ করে ফেলা হচ্ছে। এসব মাছকে অনাকাঙ্ক্ষিত বা বাজে মাছ গণ্য করে বাণিজ্যিক প্রজাতির বড় মাছ চাষের পূর্বে জাল টেনে বা ওষুধ প্রয়োগ করে সব ধরনের দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ পুকুর-দিঘি থেকে নির্মূল করে ফেলা হয়। আলাদাভাবে এসব মাছ সংরক্ষণ ও চাষাবাদ করার জন্য তেমন মনোযোগ দেয়া হয়নি। তবে আশার কথা এই যে, ইদানিং লব্ধ গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলে সাধারণ মাছ চাষি মিশ্র চাষ এবং অন্যান্য দেশী ছোট মাছ চাষে উৎসাহী হয়ে উঠছে।

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর ১৭০টি সদস্য দেশের ঐকমত্যে ১৯৯৫ সনে বিশ্বব্যাপী মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি দায়িত্বশীল আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই আচরণ বিধির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যসম্পদ তথা জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আইন প্রণয়নের সময় এই বিধির নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে এই আচরণ বিধিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশ এই আচরণ বিধি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময় সংশোধন ও পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করার প্রয়াস চালানো হলেও দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ রক্ষার্থে এখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে মৎস্য আইনে কারেন্ট জালসহ ক্ষতিকর জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং জলাশয় সেচে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আইনসমূহ দেশীয় ছোট প্রজাতির মৎস্যসম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ রক্ষার্থে কিছু যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তবে কেবল আইন প্রয়োগ করে মৎস্যসম্পদ রক্ষা করা কখনোই পুরোপুরি সম্ভব নয়। এ জন্যে দরকার গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করে মৎস্যসম্পদের স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন।

দায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে অর্জিত শিক্ষণ

বাংলাদেশে প্রায় ১২০০০ খাস জলমহাল আছে। প্রচলিত স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রথায় এসব জলমহালে রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। ফলে ইজারা গ্রহীতা স্বল্প মেয়াদী ইজারা সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ লাভের উদ্দেশ্যে জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ কোন বাছ-বিচার না করে উজাড় করে ফেলে। অপরদিকে ১৯৯৫ সন হতে প্রবাহমান নদীর ক্ষেত্রে ইজারা প্রথা রহিত করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে অতি আহরণ ও অবৈধ উপায়ে মৎস্য আহরণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রথা এবং প্রবাহমান জলাশয় সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা উভয় পদ্ধতিই মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ভূমিকা রাখছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মত জৈবিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা

অতীতে দেখা গেছে জলাশয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত না করে সরকারের আরোপিত বিধিমালা ও পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রবর্তিত হয় জলমহালের সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই পদ্ধতিতে জলাশয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এযাবত সারাদেশে ৪২৬টি জলাশয়ে ৪৩৮টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততায়, অর্থাৎ সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলাভূমি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমাজভিত্তিক সংগঠন মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় জলাশয়ের উপযোগী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করে থাকে; যথা মুক্ত জলাশয় ও প্লাবনভূমিতে দেশী প্রজাতির পোনা মজুদ, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন, সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ ইত্যাদি। সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন জলাশয়সমূহে মৎস্য উৎপাদন ও জলজ জীববৈচিত্র্য আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের অন্যান্য জলাশয়ে পর্যায়ক্রমে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করে মৎস্যসম্পদের অবক্ষয় রক্ষা কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবত সারাদেশে বিভিন্ন মুক্ত জলাশয়ে ৩৭৭টি মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও পরিচালিত সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন ২ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মধ্যে ২৪টি প্রজাতির পুনরাবির্ভাব হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও জলজ জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে মৎস্য অভয়াশ্রমের প্রভাব পরীক্ষিত এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য। পর্যায়ক্রমে দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়ে বিশেষ করে মাদার ফিসারিগুলোতে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তুলে দেশীয় মাছের অবাধ বিচরণ, বংশবিস্তার ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কৌশলগত সুপারিশমালা

ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও এর স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা উপ-কৌশলপত্রে (Sub-strategy) বর্ণিত দেশের মৎস্যসম্পদ ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা হলো ক) বাণিজ্যিকভাবে দেশীয় প্রজাতির মাছের একক ও মিশ্র চাষের সম্প্রসারণ; খ) কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন; গ) প্রচলিত স্বল্প মেয়াদী রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথার স্থলে জলাশয়ে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনভিত্তিক জৈব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন; ঘ) দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনসহ অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন; ঙ) চাষযোগ্য বিদেশী মাছ আমদানির ক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির মাছের এবং জলজ পরিবেশের ওপর প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা এবং চ) সর্বোপরি গবেষণা, সম্প্রসারণ ও মৎস্যজীবীদের সমন্বিত প্রয়াসে মৎস্যসম্পদের স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন করা।

উপসংহার

দেশের সামগ্রিক ইকোসিস্টেমের স্বার্থে জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা একান্ত জরুরী। ক্রমহ্রাসমান দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসম্পদকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে তা করা সম্ভব। মৎস্য অধিদপ্তর এবং এ সেক্টরে নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে অধিকতর যত্নশীল হওয়া উচিত। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রজাতির পাশাপাশি দেশের অসংখ্য পুকুর-দিঘি ও জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষে জনগণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। এছাড়া জলজ পরিবেশ, বিশেষ করে দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ রক্ষায় সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এলক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬-৩০ জুলাই পালন করা হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান-২০০৭। পুষ্টির উৎস ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে দেশীয় প্রজাতির মাছের গুরুত্ব, জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এর ভূমিকা বিবেচনা করে এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে জনগণকে উৎসাহিতকরণ এ অভিযানের উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে রক্ষা করলে দেশী মাছ - পুষ্টি পাবে বার মাস। আশা করা যায় পক্ষকালব্যাপী এ অভিযান সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরো জোরদার ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ শ্রাবণ ১৪১৪
১৬ জুলাই ২০০৭

বাণী

দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান-২০০৭ এর উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও জীবিকা নির্বাহে দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু মাছের আবাসস্থল বিনাশ ও পরিবেশ দূষণসহ বিভিন্ন কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন ও উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষায় মাছের আবাসস্থল, প্রজনন ও বিচরণ-ক্ষেত্র নিরাপদ রাখতে সর্বাত্মক উদ্যোগ ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সর্বস্তরে সচেতনতা বাড়ানো আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, মৎস্যজীবী এবং জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

'রক্ষা করলে দেশী মাছ, পুষ্টি পাবে বারো মাস'-এ প্রতিপাদ্যটি অনুধাবন করে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি পক্ষকালব্যাপী এ অভিযানের সাফল্য কামনা করি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

আবহমানকাল থেকেই আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক উৎস তথা নদ-নদী, খাল-বিল, ডোবা-নালা, হাওর-বাঁওড় ও প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত দেশীয় প্রজাতির মাছ ধরা এবং খাওয়া নিয়ে গর্ববোধ করতো। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ আসে মাছ থেকে। প্রাকৃতিক উৎসে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, পুষ্টির যোগান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাকৃতিক উৎসে অযত্নে উৎপাদিত আমাদের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ একদিকে যেমন অনিয়ন্ত্রিতভাবে আহরিত হচ্ছে অন্যদিকে তাদের আবাসস্থলের আকৃতি-প্রকৃতি এবং পরিবেশ-প্রতিবেশের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের কারণে আজ তাদের বংশবিস্তার ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। নবায়নযোগ্য এ প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ অবস্থার উত্তরণের প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ঐতিহ্যবাহী দেশীয় ছোট প্রজাতির মৎস্য সম্পদের বংশ সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৬-৩০ জুলাই পক্ষকালব্যাপী মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান ২০০৭ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের আপামর জনগণ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণকে আমাদের দেশীয় ছোট প্রজাতির এসব মূলবান মৎস্য সম্পদের বংশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিকতর মনোযোগী করে তোলার জন্য গণমাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, জলাশয়ে পোনা মজুদ, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

"রক্ষা করলে দেশী মাছ, পুষ্টি পাবে বারো মাস" এই শ্লোগানকে অভিযানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় গণ্য করে পক্ষকালব্যাপী গৃহীত কর্মসূচি সফল ও সার্থক বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনগণকে এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান-২০০৭ সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে, এটাই আমার প্রত্যাশা।

সৈয়দ আতাউর রহমান

জনসচেতনতায়ঃ কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমিতে মৎস্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ